দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

33

২টি জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নলকূপই অকেজো

কিশোরগঞ্জ ও সাতক্ষীরা জেলার বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই নলকূপ অকেজো রহিয়াছে। গফরগাঁয়ের ১২০টি নলকূপে বালি জমিয়া অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

কিশোরগঞ্জ : জেলায় অর্ধেকেরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ নাই। এদিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্থাপিত নলকূপগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নলকূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া অকেজো থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের জন্য কষ্ট ভোগ করিতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

২টি জেলার

(৩য় পৃঃ পর)

হইতেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৮০৮টি সরকারী, ৩৫৭টি রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ও ১২৪টি রেজিষ্ট্রেশন বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ৫৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ রহিয়াছে। ইহার মধ্যেও ১৫৬টি নলকূপই অকেজো। অকেজো নলকূপগুলির মধ্যে রহিয়াছে কিশোরগঞ্জ সদরে ২১টি, তাড়াইলে ২০টি, বাজিতপুরে ৯টি, হোসেনপুরে ১৫টি, করিমগঞ্জে ২২টি মিটামইনে ২টি, কুলিয়ারচরে ৭টি, নিকলীতে ১৩টি, কটিয়াদীতে ২১টি, ইটনায় ৪টি, ভৈরবে ২১টি, পাকুন্দিয়ায় ৮টি ও আষ্টগ্রামে ৩টি। পৌরসভা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, ফ্যাসিলিটিজ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের উপর নলকূপগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব ন্যাস্ত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব।

সাতক্ষীরা ॥ জেলার ৭৫ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং সৌচাগার সমস্যা প্রকট।

জেলায় সরকারী ৬২১টি এবং বেসরকারী পূর্বের ১৩০টি এবং সম্প্রতি চালু ৭৫টি মোট ৮২৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬১৯টিতে কোন নলকূপ নাই। ২০৭টি বিদ্যালয়ে যে নলকূপ আছে তাহার ৫০ ভাগ অচল। এইগুলি মেরামতের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ৭২৫টি বিদ্যালয়ে শৌচাগার নাই। ১০৮টি বিদ্যালয়ে যে শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা আছে তাহা দীর্ঘকাল যাবৎ পরিষ্কার না করায় ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

পানি পান করিবার প্রয়োজন হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে অথবা নিজ গৃহে যায়। মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দেওয়া হয়। অথবা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে।

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) : গফরগাঁও থানার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১২০টি নলকূপে বালি জমিয়া অকেজো হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০টি নলকূপ হইতে পানি উঠিলেও তাহা বালি মিশ্রিত। খাবার উপযোগী নয়। যশরার জনৈক ব্যক্তি জানায় তাহার নলকূপটি একাধিকবার মেরামতের পরও তাহা হইতে বালি মিশ্রিত অপরিষ্কার পানি নির্গত হয়। থানা এলাকার দত্তেরবাজার রসুলপুর ও লংগাইর এলাকাতেও বেশ কিছু সংখ্যক নলকূপের অনুরূপ অবস্থা বলিয়া জানা গিয়াছে। বালি জমিয়া অকেজো নলকূপের মধ্যে রসুলপুরে ১২টি, যশরায় ৮টি, দত্তের বাজারে ১৫টি, উস্থিতে ১৭টি বারবাড়িয়ায় ৯টি, টাঙ্গাবোতে ১৩টি, রাওনায় ১১টি মশাখালীতে ৭টি, সালটিয়ায় ১৫টি ও লংগাইরে ৭টি।